সমকাল

৩ অক্টোবর ২০১৩ ১৮ আশ্বিন ১৪২০ রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪

তারিখ 03 OCT 2013

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিন্ডিকেটের কব্জায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ প্রকল্প

■ শরীফুল ইসলাম/রাজবংশী রায়

সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মেডিকেল কলেজ নির্মাণে প্রকল্পের পর প্রকল্প নেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাবও মেলাতে পারছে না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। গত অর্থবছরে মেডিকেল কলেজ নির্মাণে মূল প্রকল্পের বড় অঙ্কের অর্থ তারা খরচ করতে পারেনি। টাকা ফেরত গেছে। এখন নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছে। মূল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয় না করে এর সঙ্গে আইনবহির্ভূতভাবে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাত থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার স্বাস্থ্য খাতের পাঁচটি শীর্ষ পদ দখল করে রয়েছেন অধ্যাপক ডা. এস জেড আতিক। আর তাকে এসব পদে রেখে শক্তিশালী একটি সিন্ডিকেট পুরো প্রকল্প কব্জায় নিয়েছে।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক। তিনি সমকালকে বলেন, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

সিন্ডিকেটের কব্জায় সাতক্ষীরা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নির্মাণ প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের আগে সম্পন্ন হবে। একটি মহল এ প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্ত করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ নির্মাণ প্রকল্পে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। তবে রাজস্ব খাতের টাকা প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। একই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে পাঁচটি সরকারি দায়িত্বে বহাল রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিতে তাকে এসব দায়িত্বে রাখা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১১ সালে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের জন্য একনেকের বৈঠকে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্ল্যানের (ডিপিপি) আওতায় ২৬৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প'। প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, জেলার সিভিল সার্জন ডা. এসজেড আতিককে। ২০১২ সালে এ প্রকল্পে ৪০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। বরাদ্দকৃত টাকা থেকে সাতক্ষীরা শহরতলির বাঁকাল ব্রিজ এলাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ৪০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কনসালটান্সি কাজে আরও প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়। বাকি ২১ কোটি টাকা গত অর্থবছরে কাজে লাগানো হয়নি। টাকা যে খরচ হয়নি তা অজ্ঞাত কারণে গোপন রাখে কর্তৃপক্ষ। জানাজানির পর প্রকল্পের ওই টাকা চলতি বছর ফেরত দেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ডা. এসজেড আতিক বলেন, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের গাফিলতির কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় ওই টাকা ফেরত দিতে হয়েছে।

এদিকে ২০১২ সালে একই প্রকল্পের মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে অপারেশন প্ল্যানের (ওপি) আওতায় প্রায় ৮৪ কোটি টাকার আরও একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ নির্মাণ প্রকল্প'। এ প্রকল্পেরও প্রকল্প পরিচালক করা হয় (পিডি) ডা. এসজেড আতিককে। ডিপিপির আওতায় নেওয়া মূল প্রকল্পের টাকা খরচ না করে একই প্রকল্পের আওতায় আরেকটি প্রকল্পের (ওপি) আওতায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে (দুই গ্রুপের কাজ) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের একাডেমিক ভবন নির্মাণ। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে (চার গ্রুপ) ১০ ইউনিটের পৃথক ৬টি চারতলা (ডাক্তার ও স্টাফদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার) ভবন নির্মাণ। ইতিমধ্যে স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণকাজ শতভাগ শেষ দেখানো হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সাময়িকভাবে এসব ভবন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বাস ভবন, ক্লাস রুম, অধ্যক্ষের কার্যালয় এবং অফিস রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একাডেমিক ভবনের নির্মাণকাজ এখনও শেষ হয়নি। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের কর্মকর্তাদের দাবি, একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ প্রায় ৭০ ভাগ শেষ হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে তারা আশা করছেন। এদিকে ওপি প্রকল্পের কাজে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্টাফ কোয়ার্টার ও একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সিডিউল মতে কাজ করা হয়নি। প্রায় চার লাখ বর্গফুটের ছাদের সেন্টারিং করার ক্ষেত্রে স্টিলের পাত ব্যবহারের কথা থাকলেও সেখানে কাঠ লাগানো হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিবাদ করায় সাতক্ষীরা স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মাসুদুর রহমানকে স্ট্যান্ডরিলিজ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এক নিকট আত্মীয়ের দাপটের কারণে ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্মাণকাজের গুণগত মান বুঝে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাতক্ষীরা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সাতক্ষীরা স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী ফারুক আহম্মেদ সমকালকে বলেন, নানা জটিলতার কারণে ডিপিপি প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়নি। কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় গত বছর প্রায় ২১ কোটি টাকা ফেরত দিতে হয়েছে। সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এসজেড আতিক বলেন, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আমাকে নির্মাণ প্রকল্পের পিডি করা হয়েছে। পৃথক দুটি নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বলেন, কীভাবে প্রকল্প দুটি পাস হয়েছে, তা আমার জানা নেই। এটি মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার।